

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

www.jagrandaily.com

JAGARAN ■ 28 August 2019 ■ আগরতলা, ২৮ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ১০ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিরবিশুদ্ধ  
চিরনূতন

শ্যাম সুন্দর কোং  
জুয়েলার্স

আগরতলা • শ্যামাই • উদয়পুর  
ধর্মনগর • কলকাতা

নিশ্চিন্তের  
প্রতীক

SISTAR

সিষ্টার

বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

## রাজ্যেও এসমা আইন চালু করতে চলেছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো ত্রিপুরাতেও বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার কার্যকর করতে চাইছে এসমা তথা এসেনসিয়াল সার্ভিস মেটেনেস আইন ১৯৬৮। যার ফলে সাধারণ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিঘ্ন না ঘটে।

এসমা হচ্ছে ভারতের সংসদের পাশ করা এমন একটি আইন যার মাধ্যমে রাজ্য সরকার যেকোন সরকারী কর্মচারী কিংবা কর্মচারীদের সংগঠনের তরফ থেকে আন্দোলনের নামে ধর্মঘট, বন্দু ডাকার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে সাধারণ জনগণের নাগরিক সুযোগ সুবিধা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে কঠোর নজরদারী রাখা। মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এই আইন সাধারণ জনজীবনে যাতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেজন্য তৈরী করা হয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পরিবহন পরিষেবার ক্ষেত্রে।

যদি দেখা যায় সরকারী কর্মচারীদের একটি এংশ সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কোন আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করে তাহলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক একটি নোটিফিকেশন জারী করতে হবে এসমা লাগু করার ব্যাপারে। এই আইন মোতাবেক শাস্তির বিধানও রয়েছে। দেখা গিয়েছে, কোন সরকারী কর্মচারীকে যদি দোষি হিসেবে পাওয়া যায় এবং তা প্রমাণিত হয় তাহলে ওই কর্মচারীকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। এই আইন প্রথমে ছয় মাসের জন্য কার্যকর করা হয়। পরবর্তী সময়ে তার মেয়াদ বাড়ানো যায়। কোরলা, রাজস্থান, মহারাস্ট্র, দিল্লী, গোয়া প্রভৃতি রাজ্যে এই আইন কার্যকর করা হয়েছে।



মঙ্গলবার নয়াদিল্লীতে জেনারেল মজুমদার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জীতেন্দ্র সিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন আইপিএফটির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী নেবার কুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বে দলের অন্যান্য পদাধিকারীরা। মূলত ত্রিপ্রালায় সহ হাই সেবেল কমিটি নিয়ে একটি দাবী সমন্বিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হাতে তুলে দেয়া হয়। দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে যষ্ঠ তপশিল, ককবরক ভাষা এবং বিশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়া।

## রেল মানচিত্রে জুড়তে চলেছে সাক্রম সিসিআরএস দিলেন সবুজ সংকেত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/বিলোনিয়া, ২৭ আগস্ট। সাক্রম পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা বলাই মনে হচ্ছে। কারণ, বিলোনিয়া-সাক্রম লাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ সেরে আগরতলায় ফিরে রেল লাইন নির্মাণ কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সিসিআরএস শৈলেশ কুমার পাঠক। তাঁর দাবি, অন্তত ১০০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা বেগে যাত্রীবাহী ট্রেন ওই লাইনে ছুটতে পারবে। ফলে, দুর্গাটেনসবের আগেই সাক্রমও ভারতের রেল মানচিত্রের সাথে জুড়তে চলেছে, তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে।

এদিকে, রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের লেভেলক্রসিং বিহীন রেল লাইনের স্বপ্ন সফল হতে দেখছেন বলে জানিয়েছেন সিসিআরএস। কারণ, সাক্রম পর্যন্ত ১০০ কি.মি. লাইনে কোনও লেভেলক্রসিং নেই। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের এই কাজেরও প্রশংসা করেছেন তিনি।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সিসিআরএস শৈলেশ কুমার পাঠক বলেন, বিলোনিয়া-সাক্রম লাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তাতে, রেল লাইনের নির্মাণকাজ প্রায় ক্রটিহীন বলাই তাঁর মনে হয়েছে। তিনি জানান, আজ সাক্রম থেকে ফেরার পথে ১২০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা বেগে ট্রেন চালানো হয়েছে। এতে ৩৮ কি.মি. পথ মাত্র ২২ মিনিটে তিনি অতিক্রম করেছেন। তিনি জানান, সাক্রম-বিলোনিয়া লাইনে আজ ১১৪ কি.মি. প্রতিঘণ্টা বেগে ট্রেন চালানো হয়েছে। তাতে, মাত্র দুটি পিক পাওয়া

গেছে। যা গাইডলাইন মোতাবেক খুবই নগণ্য। তাঁর দাবি, সাক্রম থেকে আগরতলা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছানো সম্ভব।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, সাক্রম লাইনে এখনই সবুজ সংকেত দিচ্ছি। কারণ, যাত্রী ট্রেন ওই লাইনে ১০০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা বেগে চালানো যাবে। তিনি জানান, রেল বোর্ডকে রিপোর্ট জমা দেবেন। যাত্রী ট্রেন পরিষেবা সূচনা রেল বোর্ডই চূড়ান্ত করবে।

এদিকে, ওই লাইনে ১০০ কি.মি. পথে কোনও লেভেলক্রসিং নেই, তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সিসিআরএস। তাঁর কথায়, রেলমন্ত্রী পীযুষ

গোয়েল স্বপ্ন দেখছেন আগামী পাঁচ বছরে সারা দেশে লেভেলক্রসিং বিহীন রেলপথ হোক। সে-ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় দারুণ কাজ হয়েছে। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একমাত্র ত্রিপুরায় লেভেলক্রসিং বিহীন রেলপথ নির্মাণ হয়েছে। এই সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আজ বিলোনিয়া-সাক্রম লাইনে দ্বিতীয় দফায় সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সিসিআরএস শৈলেশ কুমার পাঠক মঙ্গলবার সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সুরক্ষা পর্যবেক্ষণের আগে ১০ বগির একটি ট্রেন ১২০ কি.মি. প্রতি ঘণ্টা বেগে বিলোনিয়া-সাক্রম লাইনে চালানো হয়েছে। সকালে বিশেষ ট্রেনে আগরতলা থেকে সপার্বদ বিলোনিয়া পৌঁছেন সিসিআরএস শৈলেশ কুমার পাঠক। সেখানে পূজা দিয়ে সাক্রম লাইনে সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ শুরু করেন তিনি। তাঁর সাথে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং পূর্ব রেলওয়ের আধিকারিকরা সুরক্ষা পর্যবেক্ষণে সঙ্গ দিয়েছেন।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথমে বিলোনিয়া জুলাইবাড়ি পর্যন্ত রেল লাইন পর্যবেক্ষণ করেন সিসিআরএস। রেল লাইনের পাশাপাশি জুলাইবাড়ি স্টেশনও পরিদর্শন করেছেন তিনি। তারপর পর্যায়ক্রমে জোলাইবাড়ি থেকে মনুবাওয়ার এবং মনুবাওয়ার থেকে সাক্রম পর্যন্ত রেল লাইন পর্যবেক্ষণ

## চাল পাচারকালে পাকড়াও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। উদয়পুরের উত্তর চন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের আতুরাটলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের চাল পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ফ্লোভের সঞ্চার হয়েছে। মঙ্গলবার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র থেকে চাল পাচারের সময় ধাওয়া করলে রাস্তার পাশে চালের বস্তা ফেলে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় পাচারযুক্ত এক ব্যক্তি। উপায়পূর্বের উত্তর চন্দ্রপুর গ্রামপঞ্চায়েতের আতুরাটলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী খলি ঘোষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় জনগণ নানা অনিয়মের অভিযোগ করে আসছিলেন।

তিনি নিয়মিত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে যান না। শিশু ছাত্রদের সঙ্গে দুর্বাবহার করেন। নিয়মিত বাল্যহার খাওয়ানো হয়না। এ নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এক বস্তা চাল চাপারের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তির বাইকে তুলে দেন। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজনরা বেরিয়ে আসেন। প্রাণ নিয়ে বাইকটি দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। স্থানীয় লোকজনরা বাইকের পেছনে ধাওয়া করেন, তখনই অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী রাস্তার পাশে চালের বস্তা ফেলে বাইক নিয়ে চালক দ্রুত পালিয়ে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই

## র্যাগিংয়ের জেরে সংঘর্ষে উত্তপ্ত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, হোস্টেল থেকে বহিস্কৃত নয় ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। সদর উত্তরের অবস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পক্ষের ছাত্রদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠে ছাত্রাবাস সহ গোটা ক্যাম্পাস। সোমবার রাতে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলেও মঙ্গলবারও তার রেশ থেকে যায়। এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকায় নয়জন ছাত্রকে আবাস থেকে রাস্টিকেট তথা বরখাস্ত করা হয়েছে মঙ্গলবার।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহির্বিজ্ঞা থেকে আসা ছাত্ররা রাজ্যের ছাত্রদের সাথে অশালীন আচরণ করার পাশাপাশি নানা ধরনের অনৈতিক

কুমার দেব মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন ও বিস্তারিত বিষয় জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এদিন এই সংঘর্ষ ও উত্তেজনার খবর সংগ্রহ করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়নি নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা। এমনকি পুলিশ পর্যন্ত সাংবাদিকদের খবর সংগ্রহে বাধা দিয়েছেন। পুলিশের বক্তব্য বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের।

সোমবার ও মঙ্গলবারের ঘটনার

## বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের দাবিতে করবুক যতনবাড়ি সড়ক অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং পানীয় জলের দাবিতে মঙ্গলবার করবুক-যতনবাড়ি সড়ক অবরোধ করলেন মন্ত্রীদাস পাড়ার বাসিন্দারা। টানা দুই ঘণ্টা অবরোধের পর করবুকের মহকুমাশাসক এবং বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের সমস্যা সমাধান ও দাবি পূরণে সূনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। তবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে তাঁরা বৃহত্তর আদালতেরও হুমকি দিয়েছেন।

গোমতি জেলার করবুক মহকুমার বেরাগী পোকা এলাকা সংলগ্ন মন্ত্রীদাস পাড়া-সহ পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। পানীয় জলের

উৎসগুলিও শুকিয়ে গেছে। ফলে স্থানীয় জনগণ পানীয় জলের ট্রান্সফরমারগুলি বদলে নতুন লাগানো হবে বলে বিদ্যুৎ দফতরের পরিষেবা বাহত হচ্ছে। সাথে তাঁরা যোগ করেন, এলাকাজুড়ে বিদ্যুতের বিভিন্ন খুঁটি বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় মানুষের আশঙ্কা, যে কোনও সময় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

তাঁদের আরও অভিযোগ, সমগ্র এলাকায় পানীয় জলের উৎসগুলি শুকিয়ে গেছে। অথচ সে-দিকে প্রশাসন কোনও নজর দিচ্ছে না। ফলে, বেশ কয়েক মাইল দিচ্ছে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তাছাড়া, করবুক-যতনবাড়ি সড়কটি বেহাল দশায় পরিণত হলেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ দিচ্ছে না প্রশাসন, বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন তাঁরা। তাই, আজ সড়ক অবরোধ করা হয়েছে, জানান অবরোধকারীরা। তাঁদের সাফ

## উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। রাজ্যের অনুকূল আবহাওয়ায় প্রকৃতিগতভাবে যেসব জিনিস ভালো উৎপাদিত হয় সেগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তবেই রাজ্যের কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। আজ প্রজ্ঞাপনের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত 'জৈব চাষ ও ফসলের বাজারজাতকরণ' শীর্ষক একদিবসীয় কর্মশালায় উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব একথাগুলি বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আমাদের রাজ্যে প্রায় সাত হাজার

হেক্টর জমিতে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে। বিভিন্ন গুণমানযুক্ত মূল্যও বেশি। কালো মরিচকে বর্তমানে বড়মাত্রায় অর্গানিক ফিস (জৈব মাছ) চাষ করা হচ্ছে।

জুমাচাষ করেন তাও জৈবচাষ। জুমাচাষের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যকেও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা নিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল, আনারস, সুপারি উৎপাদিত হয়। সেগুলিকে সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রাজ্যে প্রচুর রোজগারের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটিং (জেম)-এর মাধ্যমে অতি সহজেই উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা যেতে পারে। রাজ্যের কৃষকদেরও এর সুযোগ নেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। সেগুলিকে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিক

## বকেয়া টাকা না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ টিএনজিসিএলের চিকেন্দাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। শারদোৎসবের প্রাক্কালে টিএনজিসিএলের অন্তর্ভুক্ত চিকেন্দাররা বকেয়া বিল মিটিয়ে দেবার দাবিতে রাজ্যব্যাপী কাজকর্ম বন্ধ রেখে ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় বিদ্যুৎ সংকট আরও চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। টিএনজিসিএল কনট্রাক্টর এসোসিয়েশন মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা দিয়েছে বকেয়া বিল মিটিয়ে দেবার সূনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি যা পাওয়া পর্যন্ত তারা কাজকর্ম বন্ধ রাখবে। রাজ্যে চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলেও, ভোক্তাদের কপালে দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বিদ্যুৎ

## দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তুলল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। দেশ গভীর আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক কেন্দ্র। মঙ্গলবার এমনই দাবি মিটিয়ে দেবার দাবিতে আরও চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। টিএনজিসিএল কনট্রাক্টর এসোসিয়েশন মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা দিয়েছে বকেয়া বিল মিটিয়ে দেবার সূনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি যা পাওয়া পর্যন্ত তারা কাজকর্ম বন্ধ রাখবে। রাজ্যে চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলেও, ভোক্তাদের কপালে দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বিদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। দেশ গভীর আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক কেন্দ্র। মঙ্গলবার এমনই দাবি মিটিয়ে দেবার দাবিতে আরও চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। টিএনজিসিএল কনট্রাক্টর এসোসিয়েশন মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা দিয়েছে বকেয়া বিল মিটিয়ে দেবার সূনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি যা পাওয়া পর্যন্ত তারা কাজকর্ম বন্ধ রাখবে। রাজ্যে চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলেও, ভোক্তাদের কপালে দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই। বিদ্যুৎ



# রামকৃষ্ণনগরের নবোদয় বিদ্যালয়ে ফের রিগিং, গুরুতর আহত ছাত্র, থানায় অভিযোগ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : রিগিংয়ের নামে জুনিয়র ছাত্রদের বেধড়ক মারপিটের অভিযোগ উঠেছে করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগরে অবস্থিত জগহর নবোদয় বিদ্যালয়ে। সিনিয়রদের মারে গুরুতর আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন ছাত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণনগর থানায় এফআইআর করা হয়েছে ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে।

কিছুদিন খেমে থাকার পর আবার সিনিওর ছাত্রদের রিগিং-শিকার হচ্ছে জুনিয়ররা। অমানবিক নির্যাতন শুরু হয়েছে রাতাতাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রামকৃষ্ণনগর থানা এলাকার হরিনগরে অবস্থিত জগহর নবোদয় বিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার পাতিয়ানা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর প্রাক্তন সভাপতি সফিক উদ্দিন রামকৃষ্ণনগর থানায় এ ব্যাপারে একটি এজাহার দায়ের করেছেন। এজাহারে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর ছেলে ইফতিকার আলম (১৫) নবোদয় স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। গত ২৪ আগস্ট গন্ধক গ্রামের জনৈক আবদুল মুনিমের (ছেলে একই বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র শাহিন আহমদ, নিলামবাজারের জামাল উদ্দিনের ছেলে বদর উদ্দিন, এবং রানিবাড়ির রোহান আহমেদ নামের তিন ছাত্র তাদের সহযোগিতায় নিয়ে রাত প্রায় ৯-টায়ে ইফতিকারকে নীলগিরি হাউসে ডেকে নেয়। সেখানে পেটের ব্যাপ্ট দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করেছে তারা। এছাড়া ঘৃণিকণ্ড দেয়, বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ কিংবা অভিভাবককে জানালে প্রাণে মেরে ফেলবে তারা। প্রাণের ভয়ে ইফতিকার বিষয়টি লুকিয়ে রাখে। কিন্তু জনৈক অভিভাবক বিষয়টি কোনভাবে জানতে পেরে তাকে (ইফতিকারের বাবা পাতিয়ানা জিপি-র প্রাক্তন সভাপতি সফিক উদ্দিন) ফোনে সব কিছু জানিয়ে দেন।

খবর পেয়ে রাত আটটায়ে স্কুলে ছুটে যান সফিক আলি। অধ্যক্ষকে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে জানানোর পর তিনি ছাত্রটির জখম দেখে চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে সমঝে দেন। ঘটনার একদিন আগে ঠিক একইভাবে খলাসনগর গ্রামের ইসলাম উদ্দিনের ছেলে সানি আলমের উপরও প্রাণহানী হামলা চালানো হয়েছে। আলমের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়।

অভিভাবক সফিক আলি বলেন, বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় গরিব দুহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চমানের বেসরকারি স্কুলে পড়াশুনা দিবাশয়ের মতো। একমাত্র নবোদয় বিদ্যালয়ই ভরসা গরিব দুহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের। কিন্তু সেখানে সিনিওর ছাত্রদের রিগিংয়ের নামে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে জুনিওর ছাত্রদের।

এদিকে, রিগিংয়ের ভয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীকে মাঝপথে পড়াশুনা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হচ্ছে। এমন ঘটনা জগহর নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রায়ই সংঘটিত হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এর কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ্যে এলেও বেশিরভাগ ঘটনা আড়ালেই থেকে যায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ-ব্যাপারে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকারীদের স্কুল থেকে বহিষ্কারের জোরদার দাবি তুলেছেন তাঁরা। এদিকে এলাকার সচেতন মহলও এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং জেলাশাসককে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

## বুধবার থেকে স্কুলে খুলে যাচ্ছে জন্মু ও কাশ্মীরে, জানাল প্রশাসন

শ্রীনগর, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : জন্মু ও কাশ্মীরে যেসব জায়গায় নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে সেই সকল জায়গায় বুধবার খুলে দেওয়া হবে স্কুল। মঙ্গলবার এমনই জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা ইউনিস মালিক।

এদিন তিনি বলেন, আগেই প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্কুল খোলার ঘোষণা করা হয়েছিল। বুধবার থেকে যে সকল এলাকায় নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে সেখানেও খুলে দেওয়া হবে উচ্চবিদ্যালয়েও গুলির দরজা।

প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে ৩৭০ ধারা অবলম্বিত হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই জন্মু ও কাশ্মীরের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইউনিস মালিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ৩০৩৭টি প্রাথমিক স্কুল এবং ৭৭৪টি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন খোলা হবে হাইস্কুল বা উচ্চ বিদ্যালয়গুলির দরজা। শুধু স্কুল খুলেই যে ক্ষান্ত থাকবে প্রশাসন তা নয়, পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হবে পড়ুয়াদের হাজিরার উপরও। ইউনিস মালিক জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতির হার উল্লেখজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

## মারা গেছে ঈদের প্রাক্কালে উদ্ধারকৃত পাঁচটি উটের একটি

মঙ্গলদৈ (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : সদ্যসমাপ্ত ঈদ-উদ-জোহার প্রাক্কালে মঙ্গলদৈ জেলার ধুলায় পুলিশের হাতে উদ্ধারকৃত পাঁচটি উটের একটি রবিবার রাতে মারা গেছে। ঈদ-উদ-জোহার প্রাক্কালে গত ১০ আগস্ট মঙ্গলদৈ জেলার ধুলা ফাঁড়ির ইনচার্জ অভিজিত কাকতি পুলিশের দল নিয়ে টাঙনি পশুবাজারে হানা দিয়ে পাঁচটি উট বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

পরামর্শ অনুযায়ী নিয়তি খাদ্য দেওয়া হচ্ছে। গত ১০ আগস্ট তাদের উদ্ধার করার পর নিয়তি পশু চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে একটি উটের মৃত্যু হওয়ায় পুলিশ কর্তৃপক্ষের পাশপাশি পশুপ্রেমীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যথাস্থায় তাদের স্বগৃহে রাখা হলে পাঠানোর ব্যবস্থা না করলে বাকি চারটি উটও মারা যাবে বলে শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন পশুপ্রেমী তথা সচেতন মহল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঈদ-উদ-জোহায় কোরবানির জন্য উটগুলিকে পশু বিশেষজ্ঞের

## যান দুর্ঘটনা মামলায় ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে বরখাস্ত পাথারকান্দি থানার সিনিয়র এসআই

পাথারকান্দি (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : মোটর অ্যাকসিডেন্ট ক্লেইমসটাইবুনাল (এমএসটিবি) মামলায় অভিযুক্তের কাছ থেকে ঘুষের টাকা নেওয়ার অভিযোগে পাথারকান্দি থানার কর্তব্যরত সিনিয়র এসআই রহিমউদ্দিন বড়ভূইয়াকে বরখাস্ত করেছেন করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়। এদিকে বরখাস্তের খবরে অসুস্থ হয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন রহিমউদ্দিন।

জানা গেছে, গত মাস-দেড়েক আগে পাথারকান্দি থানা এলাকার দোহালিয়ায় সংঘটিত এক যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন জনৈক মলয় ভট্টাচার্য নামের স্কুল শিক্ষক। পরবর্তীতে এই দুর্ঘটনার জন্য একই এলাকার মোীর মালিক তথা চালক শংকর দাসকে অভিযুক্ত করে পাথারকান্দি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মলয়বাবু। ওই অভিযোগের এসআই রহিমউদ্দিন বড়ভূইয়াকে অভিযোগে বরখাস্ত করেছিলেন।

অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনা সম্পর্কে ডিএসপি সুধনা স্কুলবৈদ্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণ পেয়েছেন, অভিযুক্ত এসআই রহিম উদ্দিন বিবাদি পক্ষের কাছ থেকে প্রায় এগারো হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছেন। প্রাথমিক তদন্ত সাপেক্ষে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করেছেন। তিনি জানান, তবে মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় যায় তা দেখতে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।



মঙ্গলবার নবীন বিদ্যার্থী বরণ উৎসব মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

## ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে মাওবাদী নেতা কোভাড গান্ধী

আহমেদান, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ গুজরাটে মাওবাদীদের শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আর্থিক সাহায্য করার অভিযোগে কোভাড গান্ধীকে সোমবার গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। মঙ্গলবার সুরাটের আদালত তোলা হলে আদালত কোভাড গান্ধীকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

অভিযুক্ত এই মাওবাদী নেতাকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করেছে সুরাটের পুলিশ। পরে ঝাড়খণ্ড আদালতে তোলা হলে আদালত

তাকে ট্রান্সিট রিমাণ্ডে গুজরাটে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। সেই মতো আজ তাকে গুজরাটে নিয়ে আনা হয়। ২০১০ সালে মাওবাদীদের অর্থ সাহায্য করার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল কামরাজ থানায়। সোমবার তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ গুজরাটকে নিজেদের গড়ে পরিণত করার জন্য মাওবাদীরা বহু বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েছিল। যদিও এই ক্ষেত্রে তারা সফল

হয়নি। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। ২০১০ সালে গুডিশা থেকে গ্রেফতার হওয়া মাওবাদীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষয়টি জানতে পারে তদন্তকারি আধিকারিকেরা।

সেই মতো দক্ষিণ গুজরাটের কামরাজ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ১৩ জন প্রাক্তন মাওবাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে কোভাড গান্ধীর নাম প্রকাশ্যে আসবে। এই কোভাড গান্ধী মাওবাদী আর্থিক সাহায্য করে নতুন ক্যাডার সংগ্রহে মদত দিয়েছিল।

## ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে মাওবাদী নেতা কোভাড গান্ধী

আহমেদান, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ গুজরাটে মাওবাদীদের শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আর্থিক সাহায্য করার অভিযোগে কোভাড গান্ধীকে সোমবার গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। মঙ্গলবার সুরাটের আদালত তোলা হলে আদালত কোভাড গান্ধীকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

অভিযুক্ত এই মাওবাদী নেতাকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করেছে সুরাটের পুলিশ। পরে ঝাড়খণ্ড আদালতে তোলা হলে আদালত

## পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে ফেবু স্টেটাস, গ্রেফতার করিমগঞ্জের ওয়াহিদ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তানের গুণগান, কাশ্মীরে নিয়োজিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কটাক্ষ এবং সর্বোপরি করিমগঞ্জের জেলা ও দায়রা বিচারপতির নামে আপত্তিকর মন্তব্য তার ফেসবুক স্টেটাসে শেয়ার করার দায়ে এক যুবককে মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে করিমগঞ্জ শহরের কানিশাইল এলাকার জনৈক আবদুল ওয়াহিদ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তলানিতে আসার পর ইদানীং করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কিছু এলাকায় দুষ্কৃতি তৎপরতা বেড়েছে। কতিপয় যুবক পাকিস্তানের পক্ষে দোদার মতামত প্রকাশ করছে। এভাবেই করিমগঞ্জের কানিশাইল এলাকার বাসিন্দা আবদুল ওয়াহিদ তার ফেসবুক স্টেটাসে শেয়ার করে বলেছে, ভারতকে শেষ করতে ১৩০টি পরমাণু বোমা প্রস্তুত রেখেছে পাকিস্তান। অন্য এক পোস্টে ওয়াহিদ লিখেছে, নিজেদের চাকরি রক্ষা করতে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী কাজ করছে। ওয়াহিদ (পোস্টকারী) যদি

এ মুহূর্তে কাশ্মীরে থাকত, তা-হলে এর প্রতিশোধ নিত। এভাবে লাগাতার বহু আপত্তিকর মন্তব্য সে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করছে। ছাড়াই করিমগঞ্জ জেলা ও দায়রা বিচারপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করা। আজ করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ আবদুল ওয়াহিদকে গ্রেফতার করেছে। এ ব্যাপারে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপর তীব্র নজর রাখা হচ্ছে। সেকেন্ডলাইন ডিফেন্সের শক্তি বাড়ানো হয়েছে। ধৃত আবদুল ওয়াহিদ সম্পর্কে বলেন, তার সঙ্গে কার কার সম্পর্ক রয়েছে তার খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। তবে তার সঙ্গে নিম্ন অসমের বরপেটা, মধ্য অসমের লংকা ইত্যাদি এলাকার কতিপয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে ইতিমধ্যে তাঁদের কাছে তথ্য এসেছে, বলেন পুলিশ সুপার। প্রসঙ্গত, বরপেটা জেলা এবং লংকা (হেজাই জেলা)-কে জেরামবি জেহাদিদের ঘাঁটি বলে চিহ্নিত করেছে রাজ্য পুলিশ।

এ মুহূর্তে কাশ্মীরে থাকত, তা-হলে এর প্রতিশোধ নিত। এভাবে লাগাতার বহু আপত্তিকর মন্তব্য সে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করছে। ছাড়াই করিমগঞ্জ জেলা ও দায়রা বিচারপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করা। আজ করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ আবদুল ওয়াহিদকে গ্রেফতার করেছে। এ ব্যাপারে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপর তীব্র নজর রাখা হচ্ছে। সেকেন্ডলাইন ডিফেন্সের শক্তি বাড়ানো হয়েছে। ধৃত আবদুল ওয়াহিদ সম্পর্কে বলেন, তার সঙ্গে কার কার সম্পর্ক রয়েছে তার খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। তবে তার সঙ্গে নিম্ন অসমের বরপেটা, মধ্য অসমের লংকা ইত্যাদি এলাকার কতিপয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে ইতিমধ্যে তাঁদের কাছে তথ্য এসেছে, বলেন পুলিশ সুপার। প্রসঙ্গত, বরপেটা জেলা এবং লংকা (হেজাই জেলা)-কে জেরামবি জেহাদিদের ঘাঁটি বলে চিহ্নিত করেছে রাজ্য পুলিশ।

## বুধবার থেকে স্কুলে খুলে যাচ্ছে জন্মু ও কাশ্মীরে, জানাল প্রশাসন

শ্রীনগর, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : জন্মু ও কাশ্মীরে যেসব জায়গায় নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে সেখানেও খুলে দেওয়া হবে উচ্চবিদ্যালয়েও গুলির দরজা। প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে ৩৭০ ধারা অবলম্বিত হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই জন্মু ও কাশ্মীরের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইউনিস মালিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে ৩০৩৭টি প্রাথমিক স্কুল এবং ৭৭৪টি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন খোলা হবে হাইস্কুল বা উচ্চ বিদ্যালয়গুলির দরজা। শুধু স্কুল খুলেই যে ক্ষান্ত থাকবে

প্রশাসন তা নয়, পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হবে পড়ুয়াদের হাজিরার উপরও। ইউনিস মালিক জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতির হার উল্লেখজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

## দাস্তেওয়াড়ায় গ্রেফতার এক মহিলা মাওবাদী

দাস্তেওয়াড়া, ২৭ আগস্ট (হি.স.) : এক মহিলা মাওবাদী ডেপুটি কম্যান্ডারকে মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের দাস্তেওয়াড়ায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম কোওয়াসি মঙ্গলি। বয়স ২৭।

এদিন গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে কাতেকল্যাণ থানার অন্তর্গত মেনাদোলী গ্রামের একটি বাড়ি থেকে ওই মাওবাদীকে গ্রেফতার করে ডিসট্রিক্ট রিসার্ভ গার্ড, স্পেশ্যাল ওয়ান ইউনিট 'দাস্তেওয়াড়া ফাইটস' এবং সিআরপিএফের ১৯৫ নম্বর ব্যাটলিয়নের যৌথবাহিনী। ধৃত কোওয়াসি মঙ্গলির মাথার দাম আছে। আট লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল। বাস্তার জেলার পাখনার এলাকার বাসিন্দা মঙ্গলি মাওবাদী মিলিটারির কাতেকল্যাণের ২৬ নম্বর প্রাটিনের ডেপুটি কম্যান্ডার ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক নাশকতা মূলক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল সে। বিশেষ করে বাস্তার এবং দাস্তেওয়াড়ায় একাধিক হামলায় জড়িত ছিল কোওয়াসি মঙ্গলি। গ্রেফতার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

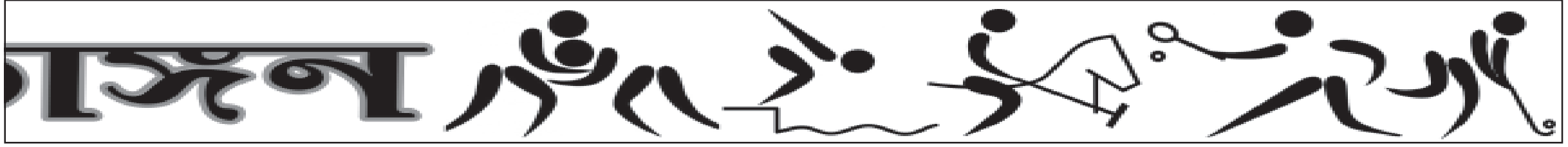


মঙ্গলবার সোনিমুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের আয়োজিত বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।









## গ্রিজম্যানকে সই করিয়ে বিপাকে বাসেলোনা, হতে পারে মোটা অঙ্কের জরিমানা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: এ যেন কলকাতা ময়দানের প্রতিচ্ছবি। এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে যেতে পারে সুখদেব সিংকে সই করানো নিয়ে মোহন-ইস্টের বামেলো। কথা হচ্ছে আঁতোরী গ্রিজম্যানকে বাসেলোনায় সই করা নিয়ে তৈরি হওয়া বেনজির ছন্দুর। বাসেলোনায় দাবি, তাঁরা গ্রিজম্যানকে সই করিয়ে নিয়েছে। এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থও তাঁরা লা লিগা কর্তৃপক্ষকে মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গ্রিজম্যানের আগের ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের দাবি, গ্রিজম্যানের সই অবৈধ। তাদের পাওনা টাকা মেটায়নি বাসী। চুক্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থের অনেক কম অর্থ দিয়েই গ্রিজম্যানকে সই করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছে বাসী। এই অভিযোগে আইনি পদক্ষেপ করারও ইশিয়ারি দিয়েছে অ্যাটলেটিকো। শুক্রবারই অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ থেকে ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারকে সই করানোর কথা ঘোষণা করে বাসেলোনায় বাসীর দাবি, গ্রিজম্যানের বাই-আউট রুজ ১২০ মিলিয়ন ইউরো। বাই-আউট রুজ হল, এমন একটা শর্ত যা প্রত্যেক ফুটবলারের চুক্তিতে প্রযোজ্য। এই শর্ত অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিলে যে কোনও সময় ওই ফুটবলার ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি ভেঙে অন্য ক্লাবে সই করতে

পারে। গ্রিজম্যানের ক্ষেত্রে ১ জুলাইয়ের আগে পর্যন্ত এই বাই-আউট রুজ ছিল ২০ কোটি ইউরো। আর ১ জুলাইয়ের পরে তা কমে দাঁড়ায় ১২ কোটি ইউরো। বাসেলোনায় দাবি, তাঁরা যেহেতু ১৩ জুলাই গ্রিজম্যানকে সই করতে চেয়েছে, তাই ১২ কোটি ইউরো দিলেই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রিজম্যানের অন্য ক্লাবে যোগ দেওয়ায় কোনও বাধা থাকে না। সেই মতো, তাঁরা লা লিগা কর্তৃপক্ষকে ১২ কোটি ইউরো দিয়েও দিয়েছে। অন্যদিকে অ্যাটলেটিকোর দাবি, গ্রিজম্যানের সঙ্গে বাসী আলোচনা শুরু করেছে গত বছরের শেষের দিকেই। ৩ মাসেই আগেই চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলেছে গ্রিজম্যান এবং বাসেলোনায়। সেসময় গ্রিজম্যানের বাই আউট রুজ ছিল ২০ কোটি ইউরো। সেই অনুযায়ী বাসেলোনাকে ২০ কোটি ইউরোই দিতে হবে। আর তাঁরা যদি না দিতে চায়, তাহলে আদালতে যাবে ক্লাব। এই পরিস্থিতিতে আসলে নেমেছে লিগা কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানিয়েছে, অ্যাটলেটিকোকে একটা সুযোগ দেওয়া হবে। তাঁরা যদি প্রমাণ করতে পারে যে ১ জুলাইয়ের আগে বাসেলোনায় গ্রিজম্যানকে সই করিয়েছে, তাহলে বাসীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## চুক্তি নবীকরণ নয়! টিম ইন্ডিয়ান কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য বিজ্ঞাপন দিল

নিজস্ব প্রতিবেদন : সরাসরি চুক্তি নবীকরণ হচ্ছে না ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী। তবে টিম ইন্ডিয়ান কোচ হতে হলে নতুন করে আবেদন করতে হবে না শাস্ত্রীকে। হেড কোচের মতোই সাপোর্ট স্টাফদের ক্ষেত্রেও নতুন করে আবেদন করতে হবে না- ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার, বোলিং কোচ ভরত অরুণ আর ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরকে। বর্তমান কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফরা সরাসরি এই কোচ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় থাকবেন। মঙ্গলবারই ভারতীয় সিনিয়র দলের কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য বিজ্ঞাপন দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। মঙ্গলবার ভারতীয় দলের হেড কোচ, ব্যাটিং কোচ, বোলিং কোচ, ফিল্ডিং কোচ, ফিজিওথেরাপিস্ট, স্ট্রেচ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ম্যানেজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিল বিসিসিআই। ৩০ জুলাই বিকেল পাঁচটার মধ্যে ইচ্ছুকরা আবেদন জানাতে পারবেন। তবে প্রত্যেক পদের জন্য বিশেষ শর্তাবলীও রয়েছে বোর্ডের। তবে হেড কোচ রবি শাস্ত্রী, ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার, বোলিং কোচ ভরত অরুণ আর ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরদের আবেদন করতে হবে না। তাঁদের ক্ষেত্রে ওই শর্তাবলী প্রযোজ্য নয় বলেও বোর্ডের বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ২৪ নভেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফ নিয়োগ করতে চলেছে বিসিসিআই। তবে অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ম্যানেজারের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি হবে। এবার নতুন ফিজিওথেরাপিস্ট ও স্ট্রেচ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ পেতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। কারণ, চুক্তি শেষ হওয়ায় বিশ্বকাপের পরই সরে দাঁড়ান শঙ্কর বাসু আর প্যাট্রিক ফারহাট। এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য শাস্ত্রীদের সঙ্গে আগেই ৪৫ দিনের চুক্তি বাড়ায় বিসিসিআই।

## বিশ্বকাপ জয়ের প্রভাব অ্যাসেজে পড়বে বলে মনে করেন জো রুট

৪৪ বছরের খরা কাটিয়ে অবশেষে বিশ্বকাপ জয়। তাও আবার টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল এখন যে দেশের সামনে দৃষ্টান্ত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১৫ বিশ্বকাপে লিগ পর্যায় থেকে ফিরে যেতে হয়েছিল ইংল্যান্ডকে। সেই হতাশা থেকে শিক্ষা নিয়ে গত চার বছরে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলকে শক্তিশালী করতে যে পরিশ্রমটা করেছেন নির্বাচক থেকে ক্রিকেটাররা, তা অন্য দেশের কাছেও দৃষ্টান্ত। এই দলের অন্যতম সদস্য তথা ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের অধিনায়ক জো রুট মনে করেন, এই ঐতিহাসিক জয়ের প্রভাব আগামী মাস থেকে শুরু হতে চলা অ্যাসেজ সিরিজেও পড়বে। এবছর ইংল্যান্ডে অতি প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক অ্যাসেজ খেলতে আসছে অস্ট্রেলিয়া। ১ আগস্ট এজবাস্টনে প্রথম টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। ঠিক তার আগেই এই ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জয় ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের বুকে অ্যাসেজের জন্য বাড়তি উত্থা ও সাহস জোগাবে বলেই মনে করেন

## টিভি আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা না করেই কেন ৬ রান ? ধর্মসেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত

লিডন: কাপ উঠেছে ইংরেজদের হাতে। কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়াচ্ছে না বিশ্বকাপ ফাইনালের। লর্ডসের ফাইনালে "অ্যান্ড্রিউ ডেবিস্টাল সিন্স"-এর সিদ্ধান্তে কাঠগড়ায় আম্পায়ার ধর্মসেনা। গাণ্ডিলের ওভার থ্রো-তে ঠিক কত রান হওয়া উচিত ছিল ? আম্পায়ারদের

একাংশের দাবি, আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেননি ধর্মসেনা। ঘটনাটি ইংল্যান্ড ইনিসের শেষ ওভারের। তখন তিন বলে বাকি ৯ রান। ট্রেস্ট বোস্টের বল ডিপ মিড উইকেটে পাঠিয়ে দৌড়ান বেন স্টোকস। দ্বিতীয় রান নেওয়ার সময় গাণ্ডিলের থ্রো। বল স্টোকসের ব্যাটে লেগে বাউন্ডারি পেরিয়ে যায়। সতীর্থ মারিয়াস ইরাসমাসের সঙ্গে আলোচনা করে ওভার থ্রো-সমত মোট ছয় রান দেন আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা। ওভার থ্রো-এর জন্য ৬ রান- এটা কি ৫ রান হওয়া উচিত ছিল? - কী বলছে ক্রিকেটের আইনটি? রিপ্লিতে স্পষ্ট যে থ্রোয়ের সময় ইংল্যান্ডের দুই ব্যাটসম্যান একে অপরকে জুস করেননি। অথচ টিভি আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা না করেই ৬ রানের সিদ্ধান্ত নেন ধর্মসেনা। যে সিদ্ধান্তে সমর্থন করছেন না প্রান্তন আম্পায়ার সাইমন টাফেল। ছয়ের বলে পাঁচ রান হলে হয়তো পালটাতে পারত বিশ্বকাপের ফলাফল। ইয়ন মর্গ্যানের বদলে কাপ উঠত পারত কেন উইলিয়ামসনের হাতে। তবে কি সব অঙ্ক পালটে দিল ধর্মসেনার "অ্যান্ড্রিউ ডেবিস্টাল সিন্স" ?

### WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview will be held at Dhalai District Polytechnic, Ambassa on 3rd September, 2019 from 11:00 A.M. onwards for the engagement of Guest/Visiting Lecture(s) of the following subjects:

Sl. no.	Subject
01	Mathematics
02	Management and allied subjects
03	Civil Engineering
04	Electrical Engineering
05	Electronics & Telecommunication Engineering

Eligibility Criteria: (i) For Engineering subjects, BE/B.Tech in the relevant branch with first class or equivalent. If any candidate has ME/M.Tech then first class in either Masters degree or Bachelors degree. (ii) For Management and allied subjects, first class at Master Degree in Management or Commerce. Candidate should be able to teach like Industrial Management, Engineering Economics & Financial Accountancy. (iii) For Mathematics, first class at Master Degree in Mathematics.

The engagement will be purely on temporary basis at remuneration of Rs. 400/- per class for maximum 180 classes during academic session 2019-20.

Interested candidates are hereby informed to report by 11:00 A.M. on 3rd September, 2019 positively with original and photo copies of relevant documents, application in plain paper, bio-data and a passport size photograph fixed on bio-data for further submission on that day. Candidate must send same bio-data via email to dpggovt.polytechnic@gmail.com within 31st Aug., 2019. No TA/DA will be provided for attending the interview.

Sd/- (Er. Sajal Kanta Das)  
Principal(I/C) Dhalai District Polytechnic Ambassa, Dhalai

ICA/D/809/19-20

Ref. No: F.2 (515)-AGMC/GBP/S&P/2019-20  
Date: 20/08/2019  
**E-Tender**  
The Medical Superintendent & Head of Office, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites e Tender from Agency, Firm, Authorized dealers, in the state of Tripura for "Procurement of Consumable Items" at Agartala Government Medical College, Agartala subject to certain terms & conditions through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in. Last date of submission of offer to the Medical Superintendent & Head of Office, Agartala Government Medical College & GBP Hospital, Agartala is upto 5.00 PM of 12 / 09 /2019. The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website http://tripuratenders.gov.in Corrigendum / Addendum, if any, will be published only on the above website.

(Dr. RANJIT KUMAR DAS)  
Medical Superintendent & Head of Office  
AGMC & GBP Hospital, Agartala

ICA-C/930/19

Tripura Forest Department (SDFO, Kumarghat) invites bids from the licensed bidders /dealer through the e-auction system. Government of India at https://cauction.gov.in/ for sale of 3 nos lots of seized round and sawn timber under Machmara Range and Pecharthal Range of Kumarghat Forest Sub-Division, seized during 2012-13 to 2018-19 vide NIA No F.4-32/E-auction/Timber/VOL-I/SDFO-KGT/2019-20/2880-83 Dated Kumarghat, the 01.08.2019 For further details website of Tripura Forest Department, Govt of Tripura and Notice board of Olo SDFO, kumarghat may be refer

USDFO, Ruinarat

ICA/D/811/19-20

NOTICE INVITING TENDER NO:-SDO/IESD/AMB/03/2019-20 DATED:- 20/08/2019  
The Sub-Divisional Officer(E), Internal Electrification Sub-Division, Ambassa invites on behalf of the Governor of Tripura sealed percentage rate tender in PWD Form-7 for the following works up to 3.00PM on 07/09/2019 from the eligible, financial capable and experienced Internal Enlisted Contractors of appropriate class of Tripura PWD/ MES / RAILWAY/ CPWD having valid Electrical License of Tripura Government. Last date of receipt of application for issue of tender forms will be stopped on 04/09/2019 up to 4.00 PM  
Tender will be opened at 3.30 PM on 07/09/2019 if possible in presence of the Contractors or other representatives.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Providing Internal Electrification at newly Constructed Input Storage Centre (100MT capacity) at Rashidpur Bazarly Collection centre premises under Rashidpur R.D. Block under Gardsuchera Sub-Division, DNT NO - SDO / IESD / AMB / 02 / 2019-20	₹ 48,682.00	₹ 487.00	15 Days.

For details please contact to the office of the undersigned.

Sub-Divisional Officer  
I. E Sub-Division,  
PWD Ambassa, Dhalai Tripura

ICA-C/925/19-20

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

# উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন  
নতুন ধারায়

## রেণুবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন  
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১  
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪  
ই-মেল : [rainbowprintingworks@gmail.com](mailto:rainbowprintingworks@gmail.com)

# ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে বুধবার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে সাতটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল বুধবার তার শুনানি হবে। যারা পিটিশন দায়ের করেছেন তাদের মধ্যে শাহ ফইজল এবং শেহলা রশিদ সহ রয়েছেন বেশ কয়েক প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং প্রাক্তন প্রশাসনিক আমলা। এর মধ্যে রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রাক্তন আমলা রীধা কুমার, প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক হিন্দল তেয়াজি, প্রাক্তন এয়ার ভাইস মার্শেল কপিল কাক, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অশোক মেহতা এবং প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক অমিত্য পান্ডে। এ ছাড়াও ৩৭০ ধারা অনুচ্ছেদ নিয়ে যারা দেশের শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়ের করেছেন তারা হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স সাংসদ মহম্মদ আকবর লোন এবং হসন মাসুদি, কাশ্মীরের আইনজীবী শাকির মনোহর লাল শর্মা, দিল্লির জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের স্নাতক মহম্মদ আলিম এবং আকবর

কাশ্মীর টাইমসের সম্পাদক অনুরাধা ওয়াসিম। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর সেখানে কার্য প্রত্যাহার এবং মোবাইল পরিষেবা পুনরায় চালু করার জন্য যে পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল ১৬ আগস্ট আদালত সেই আর্জি খারিজ করে দেয়। কাশ্মীরের ল্যান্ড লাইন, মোবাইল, ইন্টারনেট বহাল এবং সাংবাদিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার যে পিটিশন অনুরাধা ওয়াসিম দায়ের করেছিল সেই বিষয়ে এখনও কোনও রায় সুপ্রিম কোর্ট দেয়নি। এই বিষয়ে দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল উপত্যকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার সুযোগ প্রশাসনকে দেওয়া উচিত। অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতে জানিয়েছিলেন কাশ্মীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই কার্য ও যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

## প্রধানমন্ত্রীর কুশল নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি নিরাপদ, রাখলকে কটাক্ষ করে দাবি নরসিমহা রাও-এর

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশল নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি নিরাপদ। মঙ্গলবার রাখল গান্ধীকে কটাক্ষ করে এমনই জানিয়েছেন বিজেপি নেতা জিভিএল নরসিমহা রাও। বিপর্যয়কে সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। আরবিআই থেকে টাকা চুরি করে সমস্যার সমাধান হবে না। কংগ্রেস নেতা এমন দাবিকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা জিভিএল নরসিমহা রাও জানিয়েছেন, কেউ যদি কোনও কিছু সমাধান করতে ব্যর্থ হন তবে তিনি রাখল গান্ধী। মিথ্যা প্রচার করা সত্ত্বেও কিভাবে নির্বাচনে তাঁর দল বিপর্যস্ত হল তা খতিয়ে দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন রাখল গান্ধী। তাঁর জন্যই দলের এই অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় অর্থনীতি সুরক্ষিত। গোটা বিশ্বে আর্থিক বৃদ্ধির নির্বিঘ্নে দ্রুত গতিতে এগিয়ে

চলেছে ভারত। রাখল গান্ধীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ আরও জোরদার করে জিভিএল নরসিমহা রাও জানিয়েছেন, রাখল গান্ধী ও কংগ্রেস জনগণের টাকা চুরি করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। ন্যাশনাল হেরেড কোম্পানি মামলায় রাখল গান্ধীর নাম রয়েছে। জনগণের টাকা যদি কোনও রাজনৈতিক দল লুট করে থাকে তবে তার নাম কংগ্রেস। দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই এক কংগ্রেস নেতা সিবিআইয়ের হেফাজতে রয়েছে। ফলে কংগ্রেস এবং রাখল গান্ধীর উচিত এই বিষয়ে নীরব থাকা।

## প্রধানমন্ত্রীর স্তুতি শশী খারুরের ব্যাখ্যা চাইবে কংগ্রেস

কিম্বার, ২৭ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করায় কংগ্রেস সাংসদ শশী খারুরের কাছে ব্যাখ্যা চাইবে কংগ্রেস। কিম্বারে কেরল কংগ্রেসের সভাপতি মুন্নাগাল্লি রামাচন্দ্রন মঙ্গলবার জানান, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করায় আমরা শশী খারুরের কাছে ব্যাখ্যা চাইব। তাঁর ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করার জন্য এর আগে সোমবার দলীয় সাংসদ শশী খারুরের নিদায় মুখর হন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা কেরল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা রমেশ চেন্নিথাল। সোমবার কেরলের আলাপুঝায়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রমেশ চেন্নিথাল বলেন, 'যারা নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করবে কংগ্রেস দল তাদের সমর্থন করবে না। নরেন্দ্র মোদীর জনবিরোধী কাজকে কেউ সমর্থন করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী একটা ভাল কাজকে গৌরবান্বিত করা উচিত নয়। তিনি হাজারটা ভাল কাজ করেছেন। নরেন্দ্র মোদীর পদক্ষেপ জনগণ সমর্থন করবে না।' প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার জয়রাম রমেশকে সমর্থন করে অভিযুক্ত মণু সিঙ্ঘলি এবং শশী খারুর বলেছিলেন, সব সময়ে নরেন্দ্র মোদীকে নিন্দা করাটা সঠিক নয়। প্রধানমন্ত্রীর ভাল কাজের প্রশংসা করা উচিত। ইতিমধ্যেই আর এক বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কে মুরলীধরন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সেরব কংগ্রেস নেতা সমর্থন করবেন তাঁদের উচিত কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া। এর পাশ্চাত্য শশী খারুর এদিন বলেন, ভিন্ন মত থাকতেই পারে তাই এই বিষয়ে তিনি কারও কোন জ্ঞান শুনবেন না।

## আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্যালেস-এর সামনে মহারাজা বীরবিক্রমের মূর্তি স্থাপনের দাবি

আগরতলা, ২৭ আগস্ট (হি.স.): রাজ্যের বর্তমান সরকার স্বাধীন ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের স্মরণার্থে জন্মদিনের আনন্দে কাজ করছে। সেই স্মরণার্থে ত্রিপুরার মহারাজাকে তার যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করছে নানা কাজের মধ্য দিয়ে। রাজ্যের সাবেক সরকারগুলি মহান এই ব্যক্তিকে নিয়ে কোনও চিন্তা ভাবনা করেনি, এমনকি তাঁকে যোগ্য সম্মান জানানোরও প্রয়োজন বোধ করেনি। এই অভিমত রাজপরিবারের সদস্য তথা ত্রিপুরা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা অরুণ দেববর্মার। তবে রাজপ্রাসাদ উজ্জয়ন্ত প্যালেস-এর সামনে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের কোনও মূর্তি নেই বলে অরুণ দেববর্মী আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন। বলেন, উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে প্রবেশপথের দুদিকে মহান দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী ফুলিমা বসু ও মাস্টারদাস সূর্য সেনের মূর্তি রয়েছে। অরুণ দেববর্মীর মতে, একসময় উজ্জয়ন্ত প্যালেস ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা ভবন ছিল। এই বিষয়টি মাথায় রেখে এই দুই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। এখন যেহেতু বিধানসভা ভবন উজ্জয়ন্ত প্যালেস থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাই এই দুই মনীষীর মূর্তিও সম্মানের সঙ্গে এখান থেকে সরিয়ে বর্তমান বিধানসভা ভবনের সামনে স্থানান্তর করে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে একপাশে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের একটি মূর্তি স্থাপন করার দাবি জানান তিনি। সেইসঙ্গে অপর পাশে

উজ্জয়ন্ত প্যালেসের স্থপতি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের মূর্তি স্থাপনের আবেদনও জানান অরুণবাবু। তিনি তাঁর এই ভাবনাগুলি নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে সর্বসাধারণের মধ্যে তুলে ধরে এ-বিষয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন। তাঁর অভিমত, এই ভাবনা রাজ্যে নানা স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং একদিন সরকার নিশ্চয়ই এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। শুধু অরুণ দেববর্মী নয়, এই দাবি রাজ্যের অনেকেই। এই বিষয়টি নিয়ে কথা হয় ককবরক সংস্কৃতি জগতের নব প্রজন্মের দুই যুবক রবীন্দ্র দেববর্মী এবং শৈলেন্দ্র কলইয়ের সঙ্গে। তাঁরা ককবরক সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে ককবরক ভাষায় গান-সহ তথ্যচিত্র নির্মাণ করছেন তাঁরা। তাঁদের মতে, উজ্জয়ন্ত প্যালেস-এর সামনে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মূর্তি স্থাপন একান্ত জরুরি। কলেজ ছাত্রী পাইকরই দেববর্মী, স্বপ্না দেববর্মীদেরও একই মত। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যকে নিয়ে শুধুমাত্র জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে যে আবেগ রয়েছে তা নয়। রাজপরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তাপস দে-র অভিমত, এখানে যেহেতু দুই মনীষীর মূর্তি রয়েছে, তাই মূর্তিগুলি সরানো ঠিক হবে না। তাছাড়া উজ্জয়ন্ত প্যালেস-এর মূল গেটের সামনে আরও একটি মূর্তি বসালে জায়গাটি আর খোলামেলা থাকবে না। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মূর্তি অন্য কোথাও

ছয়ের পাতায় দেখুন



মঙ্গলবার ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন দিবসের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

## কাঞ্চনপুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। গতকাল রাত নয়টা ঘটনাটি ঘটেছে কাঞ্চনপুর প্রপার এলাকায় কিয়ান চাকমার বাড়িতে। খবর পেয়ে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ বাহিনী ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। চরিত্রহীন মহিলার ভাড়া ঘড়ে ফ্যানের মধ্যে ফাঁসি লাগা সূশীল নামের ব্যক্তিকে দেখে, কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ সূশীল এর বাড়িতে টেলিফোনে মাধ্যমে সূশীল এর মৃত্যুর খবর দেয় সূশীলের মা ও তার বিবাহিত বধুর কাছে। তখন উনারা বাড়িতে ছিলেন না বলে জানান সূশীলের মা এবং পুলিশ জানতে চাইলে সূশীলের মা বলে সূশীল এর বিবাহিত বধুকে নিয়ে সূশীল এর শব্দর বাড়ি কৈলাসপুরে গিয়েছিলেন। তখন কাঞ্চনপুর থানা থেকে টেলিফোন করা হয় কৈলাসপুর থানাতে এবং সূশীল এর মা ও গৃহবধু সাথে কথা বলে কাঞ্চনপুর মহকুমার পুলিশ প্রশাসন। বাড়ির মালিক সহ এলাকাবাসীর চোখের সামনে রিতা নাথ নামের চরিত্রহীন মহিলার ভাড়া ঘর থেকে ফ্যানের উলনা দিয়ে ফাঁসি লাগা মৃতদেহ কে নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য কাঞ্চনপুর স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং চরিত্রহীন রিতা নামের মহিলাকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় রিতার বাবার বাড়ি লালজুরি কামার মারা ও তার শব্দর বাড়ি (দশপা) বড় অল দি আরো জানা যায় রিতার স্বামী বিগত বছর ২-১ পূর্বে মারা যায়। উনার তিনটি সন্তান ছিল চরিত্রহীন রিতা নিষ্পাপ তিনটি সন্তানকে কোথাকার কোন আশ্রম এ যেন রেখে দিয়ে বিগত বছর দুয়েক ধরে কাঞ্চনপুরের অলিগলিতে ভাড়া ঘড়ে রাত কাটাচ্ছে ও দিনের বেলায় কাঞ্চনপুর প্রপারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক মাস এর বেশি একটা ঘড়ে রাখছে না চরিত্রহীন রিতাকে ঘড়ের মালিক এমনটাই প্রশ্ন উঠেছে কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন অলিগলি থেকে।

## রিলিজ হল অ্যাকশন মুভি 'ওয়ার' ছবির ট্রেলার

মুম্বাই, ২৭ আগস্ট (হি. স.): অবশেষে রিলিজ হল চলতি বছরের সেরা অ্যাকশন মুভি 'ওয়ার' ছবির ট্রেলার। যেমন দুর্ধর্ষ অ্যাকশন সিক্যুয়েন্সে, তেমনই অভিনেতাদের মারকাটারি পারফরম্যান্স দেখা যাবে ছবিতে। এই ছবিতে স্ক্রিন কাঁপাবেন বলিউডের দুই দুর্দে অ্যাকশন হিরো হৃতিক রোশন এবং টাইগার শ্রফ। এ বছর ২ অক্টোবর বিগ স্ক্রিনে রিলিজ করবে 'ওয়ার'। বয়স এবং অভিজ্ঞতা দুইয়ের ক্ষেত্রেই হৃতিকের জুনিয়র টাইগার। ছবিতেও হৃতিকের ছাত্রের চরিত্রেই অভিনয় করেছেন টাইগার শ্রফ। তবে এই শিক্ষক অবশ্য তাঁকে পুথিগত বিদ্যা শেখাননি। বরং শিখিয়েছেন অ্যাকশন স্টান্ট। শত্রুর ডেরায় গিয়ে গোপনে হানা দেওয়ার কৌশল। মারমার কাটকাট অ্যাকশন সিক্যুয়েন্সের সঙ্গে ছবিতে রয়েছে মন জয় করা বেশ কিছু সংলাপও। সঙ্গে রয়েছে স্পোর্টস কারের রেস। মার্শাল আর্টের খলক থেকে গুলি-বোমা-বারুদ, বাদ যায়নি কিছুই। তবে আদতে ছবির গল্পটা ঠিক কী, কে হিরো-কে ভিলেন, কারের মধ্যেই বা এই ওয়ার, সে সবের কোনও কিছুই খোলাসা হয়নি ট্রেলারে। সব বোঝার আগেও যেন রয়েই গিয়েছে একটা ধোঁয়াশা, একটা রহস্য। এই ছবিতে ভরপুর আকর্ষণ সিক্যুয়েন্স রেখেছেন পরিচালক এবং প্রযোজকরা। জমাটি বিনোদনের সঙ্গে উপরি পাওনা মনোরম লোকেশন। এ বছর ২ অক্টোবর বিগ স্ক্রিনে রিলিজ করবে 'ওয়ার'। অ্যাকশন স্টান্টের কোরিওগ্রাফার হিসেবে এই ছবিতে রয়েছেন হলিউড এবং কোরিয়ার দুই বিশিষ্ট বিখ্যাত অ্যাকশন ডিরেক্টর আন্ডি আর্মস্ট্রং ও সিইয়ং ওহ। সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে রয়েছেন হলিউডের বেন জেসপার।

## ত্রিপুরা উন্নয়ন নিগমের চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি কয়লার পরিবর্তে গ্যাসে

### চলবে : সন্তোষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট। কয়লা সমস্যার কথা চিন্তা করে ত্রিপুরা রাজ্য চা উন্নয়ন নিগম তাদের চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি এখন প্রাকৃতিক গ্যাসে ভিত্তিক করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী মাস নাগাদ তাদের প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গ্যাসের মাধ্যমে চা প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রাথমিকভাবে তাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রকে গ্যাসে ভিত্তিক করছেন। এতে যদি সফলভাবে চা প্রক্রিয়াকরণ করা যায় তবে পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যের অন্যান্য সমবায় ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলি কয়লা ছেড়ে গ্যাসে ভিত্তিক করার জন্য আহ্বান জানানো হবে। মঙ্গলবার ত্রিপুরার চা উন্নয়ন নিগমের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে একথা জানান নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা। পাশাপাশি বলেন, টি ট্রায়লমকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে নিগম। প্রাথমিকভাবে নিগম পশ্চিম জেলার দুর্গাবাড়ি, ব্রহ্মকুণ্ড এলাকার চা বাগানের মাঝখানে টুরিস্ট লজ এবং সিপাহিজলা জেলার কমলাসাগর এলাকার টুরিস্ট লজগুলিকে টেলে স্ট্রাকচারের পরিকল্পনা নিয়েছে। এগুলিতে এপিএস থেকে শুরু করে সাধারণ রুম রাখা হবে এবং রাজ্য ও বিহারািজোর পর্যটকরা অনলাইনে বুকিং করতে পারবেন। এজন্য চা উন্নয়ন নিগম এবং ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, জানান সন্তোষ সাহা।

চা উন্নয়ন নিগমের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে একথা জানান নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা। পাশাপাশি বলেন, টি ট্রায়লমকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে নিগম। প্রাথমিকভাবে নিগম পশ্চিম জেলার দুর্গাবাড়ি, ব্রহ্মকুণ্ড এলাকার চা বাগানের মাঝখানে টুরিস্ট লজ এবং সিপাহিজলা জেলার কমলাসাগর এলাকার টুরিস্ট লজগুলিকে টেলে স্ট্রাকচারের পরিকল্পনা নিয়েছে। এগুলিতে এপিএস থেকে শুরু করে সাধারণ রুম রাখা হবে এবং রাজ্য ও বিহারািজোর পর্যটকরা অনলাইনে বুকিং করতে পারবেন। এজন্য চা উন্নয়ন নিগম এবং ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন দপ্তরের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, জানান সন্তোষ সাহা।

### ফের মোটরবাইক দৌরাখ্য, উত্তর প্রদেশে

মৃত্যু দু'জন যুবকের মুজফফরনগর (উত্তর প্রদেশ), ২৭ আগস্ট (হি.স.): ফের মোটরবাইক দৌরাখ্য কেড়ে নিল প্রাপট এবার উত্তর প্রদেশের শামলি জেলায় মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জন যুবকের। সোমবার রাতে শামলি জেলার বিনবানী থানার অন্তর্গত চোসানা গ্রামের কাছে একটি মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারলে জোরালো সংঘর্ষের জেরে মোটরবাইকটি ভেঙে দু'মড়ে মুচড়ে যায়। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই দু'জন যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল চিকিত্সকরা। তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ওই দু'জন যুবকের নাম হল-বৃজেন্দ্র (৩০) এবং তেজপাল (২৮)।

### পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার রাতে বিকট শব্দে ছুটে যায় একটি মোটরবাইক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার রাতে বিকট শব্দে ছুটে যায় একটি মোটরবাইক। একটু দূরে যাওয়ার পরই চোসানা গ্রামের কাছে গাছে ধাক্কা মারে বাইকটি। চোসানা গ্রাম থেকে লাখিমপুর গ্রামের দিকে যাচ্ছিল তাঁরা। গাছের সঙ্গে জোরালো সংঘর্ষের জেরে মাটিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকে ওই দু'জন যুবক। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিত্সকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনাস্থল মোটরবাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

**এক ক্লিকেই সম্পূর্ণ বাংলায়**

**টাটকা খবর। প্রতিনিয়ত**

**আপডেট পেতে দেখুন**

**Bengali News Portal**

**www.jagarantripura.com**

**মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই খবর পড়তে পারবেন**